ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩২ বর্ষ ৮ম সংখ্যা | ওয়েব সাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ১৭ বৈশাখ ১৪২৫, ৩০ এপ্রিল ২০১৮

ঢাবি'র শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সভা অনুষ্ঠিত

আগামী ২০২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হবে। একই বছরে পালিত হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কর্তৃক প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদকে আহ্বায়ক এবং আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালকে সদস্য সচিব করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ হলেন: এমিরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান; সাবেক উপাচার্য ও এমিরিটাস অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী; এমিরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী; কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন; বিজ্ঞান অনুষদ, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ ও জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিনবৃন্দ; অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ; অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত) অজয় কুমার রায়; অধ্যাপক ড. মাহবুবুল মোকাদ্দেম; বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক এ কে এম শামসুজ্জামান খান; বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ডা. এ কে আজাদ খান; বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেট প্রতিনিধি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি ও ছাত্র প্রতিনিধি। ডাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে পরবর্তীতে ছাত্র প্রতিনিধি সংযুক্ত করা হবে।

উক্ত কমিটির প্রথম সভা গত ০৬-০২-২০১৮ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনস্থ উপাচার্য মহোদয়ের অফিস সংলগ্ন লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান একুশ শতাব্দীর বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বমানে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তা (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

"মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি" প্রতিপাদ্য ও মর্মবাণী ধারণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্‌যাপিত হয়েছে বাংলা নববর্ষ-১৪২৫। গত ১৪ এপ্রিল ২০১৮ (১লা বৈশাখ ১৪২৫) সকাল ৯টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ প্রাঙ্গণ থেকে নববর্ষ আবাহনের বর্ণময় আকর্ষণ মঙ্গল শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। শোভাযাত্রায় অংশ নেন সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি। উপাচার্যের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের সম্মিলনে শোভাযাত্রাটি শাহ্‌বাগ মোড়, হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল, টিএসসি হয়ে চারুকলা অণুষদে এসে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় শতাধিক বিদেশি অতিথি ও অনেক পর্যটক অংশগ্রহণ করেন।

ঢাবি-এ বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপিত

বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ। পুরনো বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরের প্রথম দিন নব উল্লাসে মেতে উঠে কোটি বাঙালির হৃদয়। "মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি" প্রতিপাদ্য ও মর্মবাণী ধারণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্‌যাপিত হয়েছে বাংলা নববর্ষ-১৪২৫। গত ১৪ এপ্রিল ২০১৮ (১লা বৈশাখ ১৪২৫) সকাল ৯টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ প্রাঙ্গণ থেকে নববর্ষ আবাহনের বর্ণময় আকর্ষণ মঙ্গল শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। শোভাযাত্রায় অংশ নেন সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি। উপাচার্যের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের সম্মিলনে শোভাযাত্রাটি শাহ্‌বাগ মোড়, হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল, টিএসসি হয়ে চারুকলা অণুষদে এসে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় শতাধিক বিদেশি অতিথি ও অনেক পর্যটক অংশগ্রহণ করেন।

এর আগে 'এসো হে বৈশাখ' শিরোনামে নতুন বছরের সমৃদ্ধি কামনায় সকাল ৮টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগের উদ্যোগে কলাভবন প্রাঙ্গনস্থ বটতলায় সংগীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ষবরণ উৎসবের শুরু হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উৎসবের উদ্বোধন করেন। এসময় সংগীত বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. মহসিনা আক্তার খানম উপস্থিত ছিলেন।

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারসহ সকলকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, বর্ষবরণ শুধু ঐতিহ্য রক্ষার অনুষ্ঠান নয়। এটি আমাদের মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হওয়ারও প্রেরণা দেয়। এর মধ্যে সম্প্রীতির একটি বার্তা আছে, আছে অসাম্প্রদায়িক চেতনা, উদার নৈতিক, মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রেরণা। যা ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই দর্শন ধারণ করতেন। তিনি আরও বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর সেই সোনার বাংলা বিনির্মাণের জন্য এ বছর মঙ্গল শোভাযাত্রার স্লোগানটি হলো 'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি'। বঙ্গবন্ধু বলতেন, আমাদের সোনার মানুষ দরকার। সোনার মানুষ সেদিন হবে যেদিন এক মানুষ অন্য মানুষকে সম্মান করবে। (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাবি সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল এবং ফাইন্যান্স কমিটিতে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল এবং ফাইন্যান্স কমিটিতে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন গত ১৯ এপ্রিল ২০১৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এবং প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। নির্বাচনে চূড়ান্ত ফলাফল নিম্নরূপ-

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩ এর অন্তর্ভুক্ত আর্টিক্যাল ২৩(১)(ডি) ও (২) এবং প্রথম সংবিধির ৫০(১) ধারা অনুযায়ী সিন্ডিকেটে নির্বাচিত ৬জন শিক্ষক প্রতিনিধি হলেন - ডিন ক্যাটাগরিতে ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: হাসানুজ্জামান, প্রভোস্ট ক্যাটাগরিতে সূর্যসেন হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, অধ্যাপক ক্যাটাগরিতে আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: রহমত উল্লাহ, সহযোগী অধ্যাপক ক্যাটাগরিতে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, সহকারী অধ্যাপক ক্যাটাগরিতে অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মো: মিজানুর রহমান এবং প্রভাষক ক্যাটাগরিতে একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের প্রভাষক জান্নাতুল নাঈমা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩ এর অন্তর্ভুক্ত আর্টিক্যাল ২৬(১)(এইচ) এবং ক্যালেন্ডার ২য় খন্ডের ১৭নং অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী একাডেমিক পরিষদে নির্বাচিত ৬জন শিক্ষক প্রতিনিধি হলেন - ক গ্রুপে (সহযোগী অধ্যাপক ক্যাটাগরি) পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আলমগীর কবির, গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. নেপাল চন্দ্র রায়, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ আশরাফ সাদেক। খ-গ্রুপে (সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষক ক্যাটাগরি) বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন - গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফারজানা আহমেদ, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী এবং সংস্কৃত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. সঞ্চিতা গুহ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩ এর অন্তর্ভুক্ত আর্টিক্যাল ৩১(১)(ই) এবং প্রথম সংবিধির ৫১(১) ধারা অনুযায়ী ফাইন্যান্স কমিটিতে নির্বাচিত ১জন শিক্ষক প্রতিনিধি হলেন একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ।

নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের উদ্যোগে গত ১৪ এপ্রিল ২০১৮ (১লা বৈশাখ ১৪২৫) অনুষদ প্রাঙ্গণে বর্ষবরণ উৎসবে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ও বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলামসহ অনুষদের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের প্রথম সরকার বঙ্গবন্ধু দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি- উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেছেন, মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের প্রথম সরকার এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি। গত ১৭ এপ্রিল ২০১৮ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে "ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা" শীর্ষক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ আলোচনা সভার আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ আলী আকবর, মুক্তিযোদ্ধা প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ডের প্রতিনিধি মো. গোলাম রব্বানী সরকার সহ কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি এবং চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে একটি মহল দুরভিসন্ধিমূলকভাবে বিতর্ক সৃষ্টির অপতৎপরতায় লিপ্ত। তারা বিভিন্ন গুজব ছড়িয়ে সমাজে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়। এ ধরণের গুজবে কান না দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে তরুণ সমাজকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে এবং নিজেদের মর্যাদাকে সুরক্ষা করতে হবে। উপাচার্য ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকারের পটভূমি তুলে ধরে বলেন, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ঐ সরকার গঠিত হয়েছিল। বিশ্ব ইতিহাসে এধরণের সরকার বিরল। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় এবং একই বছর ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় এ সরকার শপথ গ্রহণ করে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনা অনুযায়ী এ সরকার গঠিত হয়। নিয়মতান্ত্রিকভাবে গঠিত এই সরকারের নেতৃত্বেই বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন।

রসায়ন বিভাগে 'বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়ন কৌশল' শীর্ষক সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগ এবং সুইডেন অ্যালামনাই নেটওয়ার্ক ইন বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে 'বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়ন কৌশল' শীর্ষক এক সেমিনার গত ২১ এপ্রিল ২০১৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের খন্দকার মোকাররম হোসেন ভবনের ফিজিক্স সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত সেমিনারে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকাস্থ সুইডেনের রাষ্ট্রদূত মিজ কারলোট্টা স্কিটার (Ms. Charlotta Schlyter), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল আজিজ, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মাহফুজুল হক এবং জাতিসংঘের ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অরগানাইজেশনের ন্যাশনাল টিম লিডার এ কে এম নূরুল আফসার। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. নীলুফার নাহার। সেমিনার সমন্বয় করেন রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শোয়েব।

উপাচার্য বলেন, খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়ন এবং কৌশল নির্ধারণে এ ধরণের সেমিনারের আয়োজন অত্যন্ত সময়োপযোগী। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সেমিনার আয়োজন করার জন্য রসায়ন বিভাগ এবং সুইডেন অ্যালামনাই নেটওয়ার্ককে ধন্যবাদ জানান।

সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ, বিভিন্ন রিসার্চ অর্গানাইজেশনের গবেষক ও অ্যালামনাই নেটওয়ার্কের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়াম এবং বাংলাদেশ কাউন্সিল অব মিউজিয়াম-এর যৌথ উদ্যোগে গত ৭ এপ্রিল ২০১৮ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে "ডেফিনেশন অব মিউজিয়াম" শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক সংসদ-এর উদ্যোগে গত ২৯ মার্চ ২০১৮ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বসন্ত উৎসব-২০১৮" অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ও প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বসন্ত উৎসবের উদ্বোধন করেন। এসময় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক সংসদ-এর মডারেটর এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী সহ সংগঠনের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ২০১৮ সালের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ এবং ২০১৬ সালের শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গত ২৯ মার্চ ২০১৮ বিভাগীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ও প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন জীববিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা। এছাড়াও বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ নবীনদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থীদের জীববৈচিত্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দিতে হবে। বিলুপ্ত প্রায় প্রাণিগুলোকে রক্ষা করতে সচেতনতা তৈরিতে কাজ করতে হবে। ভালো মানুষ ও আলোকিত মানুষ হওয়ার তাগিদ দিয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, সততা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে মূল্যবোধ ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের নবীন বরণ এবং বিদায় সংবর্ধনা গত ৫ এপ্রিল ২০১৮ বিভাগীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ প্রধান অতিথি এবং জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. সাইয়াদ সালেহীন কাদরী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফলিত গণিত বিভাগের নবীন বরণ অনুষ্ঠান গত ৮ এপ্রিল ২০১৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের এ এফ মুজিবুর রহমান গণিত ভবনের রেজাউর রহমান অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক ড. অমল কৃষ্ণ হালদার। এতে সভাপতিত্ব করেন ফলিত গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. শফিকুল ইসলাম।

অধ্যাপক ড. মো: মোর্শেদ হাসান খানকে অব্যাহতি

গত ২৬ মার্চ ২০১৮ তারিখে দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকায় প্রকাশিত "জ্যোতির্ময় জিয়া" শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অবমাননার অভিযোগ এবং তদপরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: মোর্শেদ হাসান খানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক সকল কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার দফতর থেকে প্রদত্ত এক পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, এই আদেশ ইতোমধ্যে কার্যকর হয়েছে।

অধ্যাপক ড. আনোয়ারা বেগমের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. আনোয়ারা বেগমের মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২২ এপ্রিল ২০১৮ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. আনোয়ারা বেগম একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি প্রশাসনিক ও একাডেমিক কাজে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কর্মকান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। উপাচার্য মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

অধ্যাপক ড. আনোয়ারা বেগম ১৯৩৫ সালের ২৮ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৯ সালে ও.এন. গভ: হাই স্কুল থেকে ম্যাধ্যমিক, ইডেন মহিলা কলেজ থেকে ১৯৫২ সালে আইএসসি, ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগ থেকে বিএসসি (অনার্স) এবং ১৯৫৬ সালে এমএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯৬৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আবার্ন ইউনিভার্সিটি থেকে এমএস এবং ১৯৬৭ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্বীকৃত জার্নালে তাঁর অসংখ্য গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

অধ্যাপক ড. আনোয়ারা বেগম ১৯৬৭ সালের ৪ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগে সিনিয়র লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭০ সালের ৩১ অক্টোবর সহকারী অধ্যাপক, ১৯৭৩ সালে ১০ এপ্রিল সহযোগী অধ্যাপক এবং ২৯৮৬ সালের ৪ এপ্রিল অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৯৫ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এরপর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ লাভ করে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

অধ্যাপক ড. আনোয়ারা বেগম গত ২১ এপ্রিল ২০১৮ রাজধানীর একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। মৃত্যুকালে তিনি দুই ছেলে, এক মেয়ে, দুই নাতি ও নাতনীসহ বহু আত্মীয়-স্বজন এবং শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন। শেষ কর্মস্থল ঢাকার উত্তরায় অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম নামাজে জানাজা এবং বাদ জোহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদুল জামিয়া'য় দ্বিতীয় জানাজা শেষে বনানী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. আনোয়ারা বেগম সাবেক রাষ্ট্রপতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ-এর সহধর্মিনী।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফ্রেন্ডস এসোসিয়েশনের ২য় পুনর্মিলনী উৎসব উপলক্ষে গত ৬ এপ্রিল ২০১৮ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র প্রাঙ্গণে এক র‍্যালির উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। উপাচার্যের নেতৃত্বে র‍্যালিটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে।

তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মূকাভিনয় উৎসব

'নির্বাক শব্দেরা মুখরিত হোক মুক্তির আলোয় আলোয়' প্রতিপাদ্য নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাইম অ্যাকশনের (ডুমা)-এর আয়োজনে ২য় আন্তর্জাতিক মূকাভিনয় উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ৮ এপ্রিল ২০১৮ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উৎসবের উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মো. আখতারুজ্জামান। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া উপমন্ত্রী আরিফ খান জয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মূকাভিনয় প্রদর্শন করেন আয়োজক সংগঠন ঢাকা ইউনিভার্সিটি মাইম অ্যাকশন, আমেরিকান নিউ মাইম থিয়েটারের ডিরেক্টর কাজী মশহুরুল হুদা, ভারতের সোমা মাইম থিয়েটার, জার্মানির নিমো মাইম, রংপুরের মিরর মাইম থিয়েটার এবং জাপানের শিল্পীদ্বয়।

তিন দিনের আয়োজনে ছিল মূকাভিনয়ের ওপর কর্মশালা, সেমিনার, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে মূকাভিনয় প্রতিযোগিতা ও পোস্টার প্রদর্শনী।

বর্ণাঢ্য এ উৎসবে অংশ নেয় জাপান, আমেরিকা, ইরান, জার্মানি, নেপাল ও ভারতের দল। এ ছাড়াও অংশ নেয় বাংলাদেশে মূকাভিনয় চর্চারত ১৫টি দল। বাংলাদেশের দলগুলোর মধ্যে ছিল স্বপ্নদল [ঢাকা], প্যান্টোমাইম মুভমেন্ট [চট্টগ্রাম], মুক্তমঞ্চ নির্বাক দল [গাজীপুর], রঙ্গন মাইম একাডেমি [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়], মাইম আর্ট [ঢাকা], বেঙ্গল থিয়েটার [ঢাকা], সাইলেন্ট থিয়েটার [চট্টগ্রাম], মিরর মাইম থিয়েটার [রংপুর], বরিশাল বিএম কলেজ, কিশোরগঞ্জ মাইম থিয়েটার, ব্ল্যাক ফেম থিয়েটার [ঢাকা], মাইম অ্যাকশন কক্সবাজার, জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি মাইম সোসাইটি।

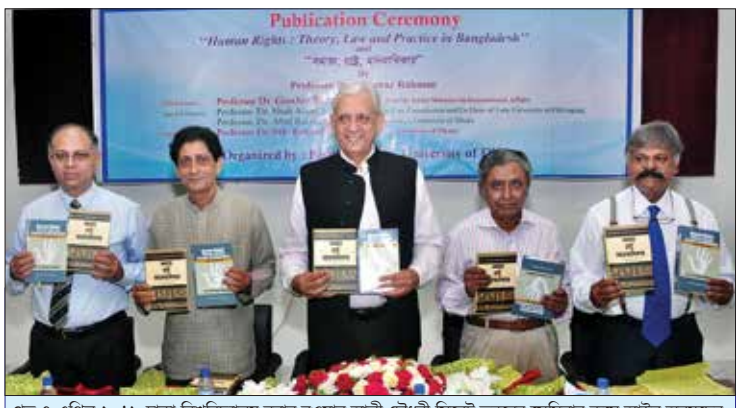

গত ৭ এপ্রিল ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের সেমিনার রুমে আইন অনুষদের অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান প্রণীত "Human Rights Theory, Law and Practice in Bangladesh" এবং "সমাজ, রাষ্ট্র মানবাধিকার" শীর্ষক দু'টি গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. গওহর রিজভী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সম্মানিত আলোচক ছিলেন অধ্যাপক ড. আবুল বারাকাত ও আইন কমিশনের প্রাক্তন সদস্য অধ্যাপক ড. শাহ আলম। প্রকাশনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: রহমত উল্লাহ। ছবিতে মোড়ক উন্মোচনের পর অতিথিদের বই দু'টি প্রদর্শন করতে দেখা যাচ্ছে।

যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের ৩য় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও নবীন বরন অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের ৩য় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও নবীন বরন উপলক্ষ্যে গত ১ এপ্রিল ২০১৮ রমেশ চন্দ্র মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান নবীনদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সীমাবদ্ধতা ও অপ্রতুলতা সত্ত্বেও সীমিত ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হচ্ছে এই বিভাগ। এই বিভাগের শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষেত্র স্বতন্ত্র। পেশাদারিত্ব নিয়ে সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণির জন্য কাজ করবে তারা। সমাজের কোন একটি জনগোষ্ঠিকে উপেক্ষিত করে সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই বিভাগ থেকে শিক্ষা অর্জন করে শিক্ষার্থীরা দেশ ও সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ এবং ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস-এর যৌথ উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী "People Against Violence in Elections (PAVE)" শীর্ষক একটি কর্মশালা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। ছবিতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী অতিথি ও শিক্ষার্থীদের দেখা যাচ্ছে।

দু'জন আইএফইএস প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস (আইএফইএস)-এর সিনিয়র গভর্নেন্স এডভাইজার এলিস্টেয়ার লেগ পিএসএম গত ১৭ এপ্রিল ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। একই সংস্থার সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার ড্যানিয়েল হোলিংসঅর্থ তার সঙ্গে ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ আইনুল ইসলাম এসময় উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা বিভিন্ন নির্বাচনী পদ্ধতির আধুনিকায়নসহ নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে অতিথিদের অবহিত করেন।

এরআগে, আইএফইএস প্রতিনিধিরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে "People Against Violence in Elections (PAVE)" শীর্ষক দু'দিন ব্যাপী কর্মশালায় বক্তৃতা প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস যৌথভাবে এই কর্মশালার আয়োজন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন বিভাগের ২৮ জন ছাত্র-ছাত্রী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে।

যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস (আইএফইএস)-এর সিনিয়র গভর্নেন্স এডভাইজার এলিস্টেয়ার লেগ পিএসএম গত ১৭ এপ্রিল ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

"মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি" প্রতিপাদ্য ও মর্মবাণী ধারণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্‌যাপিত হয়েছে বাংলা নববর্ষ-১৪২৫। এ উপলক্ষে গত ১৪ এপ্রিল ২০১৮ (১লা বৈশাখ ১৪২৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে আয়োজিত বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুল মঈনসহ ক্লাবের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ছবিতে উপাচার্যকে উৎসবের উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করতে দেখা যাচ্ছে।

এডুকেশন ওয়াচ'র দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

শিক্ষা হবে জ্ঞান ভিত্তিক, ফলাফল নির্ভর নয়-উপাচার্য

ম্যাগাজিন এডুকেশন ওয়াচ'র দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৬ এপ্রিল ২০১৮ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে "উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ : শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন, চ্যালেঞ্জ এবং পরিকল্পনা" শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, শিক্ষা হবে জ্ঞানভিত্তিক। একে কোনোভাবেই ফলাফলনির্ভর করা যাবে না। মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষা ছাড়া এর মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। আমরা অবশ্যই অনেক সম্পদের মালিক হব, দেশ অনেক উন্নত হবে কিন্তু জাতি হিসেবে সম্মান পেতে হলে আমাদের শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষা দিতে হবে।

অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ও ভূঁইয়া একাডেমির সহ-প্রতিষ্ঠাতা ব্যারিস্টার রাবিয়া ভূঁইয়া এবং মাইলস্টোন কলেজ ও রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ কর্নেল (অব.) নুরুন নবীকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়া আইইউবিএটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম আলিমউল্যা মিয়াকে মরণোত্তর সম্মাননা প্রদান করা হয়। এডুকেশন ওয়াচ'র সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি কে এম খায়রুল বাশারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য প্রদান করেন সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. এএনএম মোশকাত উদ্দিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ও এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান নিজাম চৌধুরী, ইভেন্স গ্রুপের ভাইস প্রেসিডেন্ট শবনম শেহেনাজ চৌধুরী দীপা প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য দেন এডুকেশন ওয়াচ'র সম্পাদক মো. খলিলুর রহমান।

ঢাবি'র শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সভা

(১ম পৃষ্ঠার পর) যথাযথভাবে কাজে লাগানোর মাধ্যমে এবং শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম উচ্চমানসম্পন্ন করে গড়ে তুলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বমানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

পরবর্তীতে গত ১৫-০৩-২০১৮ তারিখে অনুষদসমূহের ডিন, হল ও হোস্টেলসমূহের প্রাধ্যক্ষ ও ওয়ার্ডেনবৃন্দ, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও ইনস্টিটিউটের পরিচালকবৃন্দ এবং গত ০৫-০৪-২০১৮ তারিখে সিনেট (রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট ও শিক্ষক প্রতিনিধি) ও সিন্ডিকেট সদস্যদের নিয়ে আরও দু'টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডিনবৃন্দ, সকল বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও প্রাধ্যক্ষবৃন্দ শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন।

উপরোক্ত সভাসমূহ থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ গত ২২-০৪-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পর্যালোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তণ শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন বিষয়ে প্রস্তাবনা আহ্বান করা হয়। আগামী ২০-০৫-২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রস্তাবনাসমূহ লিখিত আকারে কমিটির আহ্বায়ক প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসে অথবা ৮৮০-২-৯৬৬৭২২২ নম্বরে ফ্যাক্স এবং provc.acad@du.ac.bd ঠিকানায় ই-মেইল প্রেরণ করা যাবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হলের ২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সমাপণী অনুষ্ঠান গত ২০ এপ্রিল ২০১৮ হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জিনাত হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

গত ১৩ এপ্রিল ২০১৮ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র প্রাঙ্গণে 'বন্ধু ছিয়াশি' শীর্ষক মিলন উৎসবের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। ছবিতে উপাচার্যকে বেলুন উড়িয়ে উৎসবের উদ্বোধন করতে দেখা যাচ্ছে।

ঢাবি-এ বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপিত

(১ম পৃষ্ঠার পর) এই সম্মান করার মধ্যেই বলা হয়েছে 'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি। এটি আমাদের লালন সংগীতের একটি উক্তি। আমরা সেটিকে ধারণ করি।' উপাচার্য বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক সময়ে অপতথ্যের ওপর ভিত্তি করে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটনা ঘটে গেছে। নতুন বছরে যেন এ ধরনের ঘটনা সংগঠিত না হয়। নতুন বছর সবার জীবনে সমৃদ্ধি নিয়ে আসুক। পাশাপাশি সকল তথ্য আমরা যাছাই বাছাই করে গ্রহণ কিংবা বর্জন করবো, নতুন বছরে এটি হোক আমাদের প্রত্যয়।

এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ও বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলামসহ অনুষদের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে ঐদিন বিকেল ৫টায় নাটমন্ডলে নাট্য-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নববর্ষবরণ'র সমাপ্তি করা হয়। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের উদ্যোগে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

আন্তঃহল সাঁতার প্রতিযোগিতায় ছাত্র বিভাগে অমর একুশে হল এবং ছাত্রী বিভাগে শামসুন নাহার হল চ্যাম্পিয়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪৫তম আন্তঃহল (ছাত্র-ছাত্রী) সাঁতার প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের বিভাগে অমর একুশে হল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রানার আপ হয়েছে জগন্নাথ হল। ছাত্রীদের বিভাগে শামসুন নাহার হল চ্যাম্পিয়ন এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল রানার আপ হয়েছে। ছাত্রদের বিভাগে অমর একুশে হলের ছাত্র মো: সাইফুল ইসলাম রাসেল এবং ছাত্রীদের বিভাগে শামসুন নাহার হলের ছাত্রী সাদিয়া ইসলাম মুনা সেরা সাঁতারু নির্বাচিত হয়েছেন।

আন্তঃহল (ছাত্র-ছাত্রী) সাঁতার প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ১৮ এপ্রিল ২০১৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইমিং পুলে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। সাঁতার ও ওয়াটার পোলো কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো: আফতাব উদ্দিনের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট ও শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

সংগীত বিভাগের উদ্যোগে বর্ষবরণ উৎসব

গত ১৪ এপ্রিল ২০১৮ (১লা বৈশাখ ১৪২৫) সকাল ৮টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগের উদ্যোগে কলাভবন প্রাঙ্গনস্থ বটতলায় সংগীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ষবরণ উৎসবের শুরু হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উৎসবের উদ্বোধন করেন। এসময় সংগীত বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. মহসিনা আক্তার খানমসহ বিভাগীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শামসুন নাহার মাহমুদ ফাউন্ডেশন স্বর্ণপদক ও বৃত্তি প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শামসুন নাহার হলে 'শামসুন নাহার মাহমুদ ফাউন্ডেশন স্বর্ণপদক ও বৃত্তি, প্রভোস্ট বৃত্তি' প্রদান অনুষ্ঠান গত ৫ এপ্রিল ২০১৮ হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ছাত্রীদের হাতে বৃত্তির চেক ও সনদপত্র তুলে দেন। একইসঙ্গে উপাচার্য হলের বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন।

শামসুন নাহার মাহমুদ ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সদস্য-সচিবের বক্তব্য প্রদান করেন হলের প্রাধ্যক্ষা অধ্যাপক ড. সুপ্রিয়া সাহা এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রিন্সিপ্যাল আবাসিক শিক্ষক সৈয়দা মমতাজ শিরিন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন খন্ডকালীন আবাসিক শিক্ষক লুকনা ইয়াসমিন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যের শুরুতেই উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শামসুন নাহার মাহমুদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, নারী জাগরণের অগ্রগতির পেছনে শামসুন নাহার মাহমুদের অনন্যসাধারণ ভূমিকা ছিল। মহীয়সী নারীর এই ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানাতে হবে এবং তাঁর আদর্শ ছাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, মেধাবী শিক্ষার্থীদের আমরা স্বীকৃতি, উৎসাহ ও অণুপ্রেরণা দিতে চাই। এ ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা অণুপ্রেরণা লাভ করবে এবং সমাজ পরিবর্তনে এগিয়ে আসবে।

২০১৮ শিক্ষাবর্ষে শামসুন নাহার মাহমুদ ফাউন্ডেশনের স্বর্ণপদক পেয়েছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শাহানাজ পারভীন। মেধাবৃত্তি পেয়েছেন- হুসনেয়ারা খাতুন (ইসলামিক স্টাডিজ), সানিয়া আক্তার (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), তাসমিয়া জাহান (শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট), নাইত কানন ও উম্মে নাঈমা ইসলাম (পরিসংখ্যান), নাহ্‌রি আক্তার (ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট) এবং নিগার ফাতেমা (অণুজীব)। সাধারণ বৃত্তি পেয়েছেন- নিলু আক্তার (ভাষাবিজ্ঞান), উম্মে রেজওয়ানা (ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ইনস্টিটিউট), মৌসুমী মিত্র (গণিত), মলিনা খাতুন (ম্যানেজমেন্ট), ফারজানা নাসরিন (ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস), আফরোজা হক (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস) এবং তানিয়া সুলতানা (অণুজীব)। এককালীন বই সাহায্য বৃত্তি পেয়েছেন- লাভলী আক্তার (সংস্কৃত), আনিকা তাবাসসুম মৌটুসী (বাংলা), সুমাইয়া তাহিরা (উন্নয়ন অধ্যয়ন), রোকেয়া খাতুন (শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট) এবং আফসানা বিনতে মাহবুব (ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস)। প্রভোস্ট বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন-রেকছেমিন সুমনা (ফারসি ভাষা ও সাহিত্য), নাসরিন আক্তার (রসায়ন), নীপা সাহা (ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস), সালমা আক্তার সিমা (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), ফারিন আহমেদ মীম (উদ্ভিদবিজ্ঞান), সাদিয়া মরিয়ম রিন্তী (দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা), তাসনীম আরা (ফলিত পরিসংখ্যান) এবং শাকিলা আক্তার (ইসলামিক স্টাডিজ)।

এছাড়া, বার্ষিক সাহিত্য প্রতিযোগিতায় যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ফাতেমা-তুজ-জোহরা (ইংরেজি) এবং মৌমিতা রহমান (আইন)। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন তাপসী রাবেয়া (সংগীত)। অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন বুশরা নাঈমা শান্তা (সমাজবিজ্ঞান) এবং বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সাদিয়া ইসলাম মুন (দর্শন)।

ঢাবি-এ অধ্যাপক ড. শেখ শামীমুল আলম ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে "অধ্যাপক ড. শেখ শামীমুল আলম ট্রাস্ট ফান্ড" গঠন করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে প্রয়াত অধ্যাপক ড. শেখ শামীমুল আলমের স্ত্রী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক শেখ তাহমিনা আউয়াল ২০ লাখ টাকার একটি চেক গত ২৩ এপ্রিল ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীনের কাছে হস্তান্তর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, জীববিজ্ঞান

অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: ইমদাদুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো: এনামউজ্জামান, কয়েকজন শিক্ষক ও দাতা পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের বিএস সম্মান পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত একজন শিক্ষার্থীকে "অধ্যাপক ড. শেখ শামীমুল আলম স্মৃতি স্বর্ণপদক" প্রদান করা হবে। এছাড়া, বিভাগের কয়েকজন মেধাবী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রয়াত অধ্যাপক ড. শেখ শামীমুল আলমের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা দেশের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে তিনি অনন্য অবদান রেখে গেছেন।

উল্লেখ্য, ড. শেখ শামীমুল আলম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ১৯৬০ সালের ২ সেপ্টেম্বর কুষ্টিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০১৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেন।

শহীদ রনদা প্রসাদ রায় একাডেমিক এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড পেলেন দুই কৃতী শিক্ষার্থী

২০১৭ সালের বিএস সম্মান পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগের দু'জন কৃতী শিক্ষার্থীকে "শহীদ রনদা প্রসাদ রায় এ্যাওয়ার্ড অব একাডেমিক এক্সিলেন্স" প্রদান করা হয়েছে। এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- রিয়া রাণী শিল ও সুধারঞ্জন রায়। গত ২২ এপ্রিল ২০১৮ উপাচার্য লাউঞ্জে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শিক্ষার্থীদের হাতে এ্যাওয়ার্ড তুলে দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড মো: কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে গণিত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. খোন্দকার মেজবাহউদ্দিন আহমেদ, ফলিত গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: শফিকুল ইসলাম, জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. অসীম সরকার এবং ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো: এনামউজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দেশে সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থীদের নিরলসভাবে কাজ করতে হবে। উপাচার্য শহীদ রনদা প্রসাদ রায়ের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

উল্লেখ্য, শহীদ রনদা প্রসাদ রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগের ছাত্র ছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালোরাতে বর্বর পাকিস্তানী বাহিনীর গুলিতে তিনি নিহত হন।

আবুল হোসেন চৌধুরী ও বেগম সফুরা হোসেন ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি পেলেন ৪ শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৪জন মেধাবী শিক্ষার্থী 'আবুল হোসেন চৌধুরী ও বেগম সফুরা হোসেন ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি' লাভ করেছেন। বেগম সফুরা হোসেন ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন: রকিব উদ্দীন ও জুলফিয়া ইয়াসমিন এবং আবুল হোসেন চৌধুরী ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন: রঞ্জন কুমার বিজয় ও মো. আতিকুর রহমান।

গত ১১ এপ্রিল ২০১৮ বুধবার উপাচার্য দফতর সংলগ্ন লাউঞ্জে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. তানিয়া রহমান, অধ্যাপক ড. মো. রবিউল ইসলাম, অনুরাধা বর্ধন ও ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা সাহেদা হোসেন চৌধুরী এবং ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো: এনামউজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বৃত্তিপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আবুল হোসেন চৌধুরী ও বেগম সফুরা হোসেন সমাজকল্যাণমূলক কাজের অনুরাগী ছিলেন। তাঁদের জীবন দর্শনকে অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়ে উপাচার্য বলেন, এতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের কর্ম জীবনে আরও সমৃদ্ধ হতে পারবে। নবীন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনে উৎসাহিত হবে বলেও উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন। উপাচার্য এই ট্রাস্ট ফান্ড দু'টি প্রতিষ্ঠার জন্য দাতাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অধ্যাপক কাজিমুদ্দিন আহমেদ এবং ড. সাদউদ্দিন মো. মামুন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে "অধ্যাপক কাজিমুদ্দিন আহমেদ এবং ড. সাদউদ্দিন মো. মামুন ট্রাস্ট ফান্ড" গঠন করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে প্রয়াত অধ্যাপক কাজিমুদ্দিন আহমেদের নাতনী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাস্কর্য বিভাগের অধ্যাপক লালা রুখ সেলিম ১০ লাখ টাকার একটি চেক গত ১১ এপ্রিল ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীনের কাছে হস্তান্তর করেন। প্রয়াত অধ্যাপক কাজিমুদ্দিন আহমেদের ছেলে ড. সাদউদ্দিন মো. মামুন অনুদানের এই অর্থ প্রদান করেছেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান এবং প্রয়াত অধ্যাপক কাজিমুদ্দিন আহমেদের নাতি খালেদ জামান ও নাতনী মালকা শামরোজ উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন বিভাগের কয়েকজন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই অনুদানের জন্য দাতাকে ধন্যবাদ জানান। এই ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা অনেক উপকৃত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বাংলা নববর্ষবরণ-১৪২৫ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিমিনোলজি বিভাগের তিন দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ১৬ এপ্রিল ২০১৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের রমেশ চন্দ্র মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বাংলা একাডেমি'র মহাপরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সদস্য এ কে এম শামসুজ্জামান খান। এতে সভাপতিত্ব করেন ক্রিমিনোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম ও মো: আবু বকর সিদ্দিক, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম এবং মোঃ নজরুল ইসলাম ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫